সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৫, ১৯৯৫

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার
১০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ বাং/২৫শে মে ১৯৯৫ইং

এস, আর, ও নং ৭৬-আইন/৯৫-সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই প্রবিধানমালা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "নির্ধারিত ফরম" বা "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(খ) "প্রতিনিধি" অর্থ আপীলকারী বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত এবং প্রবিধান ৩(৬) এর দফা (ক), (খ) বা (গ) তে উল্লিখিত কোন ব্যক্তি;

(গ) "প্রতিপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট আদেশের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ধারিত ফরমে প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রদর্শিত কোন ব্যক্তি, এবং কমিশন কর্তৃক প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত অন্য কোন ব্যক্তিও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হইবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের কোন সদস্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রদর্শন করা যাইবে না;

(ঘ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩। **আপীলের ফরম বা আপীল দায়েরের পদ্ধতি**।- (১) নির্ধারিত ফরমে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিদিষ্টকৃত কর্মকর্তার নিকট আপীল দাখিল করিতে হইবে।

(২) একটি ফরমে একাধিক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যাইবে না।

(৩) ফরমের নির্ধারিত অংশে আপীলের প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও কারণ সুনিদিষ্টভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করিতে হইবে এবং অপ্রাসংগিক বা বাহুল্য বক্তব্য বর্জন করিতে হইবে, তবে উক্ত বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) আপীলকারী নির্ধারিত ফরমে কোন প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করিলে বা কমিশন কোন ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করিলে আপীলকারী আপীলের পূরণকৃত ফরম এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রের প্রতিটির একটি করিয়া অতিরিক্ত অনুলিপি দাখিল করিবে এবং প্রবিধান ৫(২) এর অধীন প্রেরিতব্য নোটিশের সহিত উক্ত ফরম ও কাগজপত্র কমিশন প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) ফরমের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে উহার দুইটি সত্যায়িত অনুলিপি;
(খ) কারণসমূহের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি;
(গ) পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট আকারে কমিশনের বরাবরে ইস্যুকৃত ৫০০ টাকার ফিস।

(৬) আপীলকারী স্বয়ং বা আপীলকারীর নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত যে কোন ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পরিবেন, যথাঃ-
(ক) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হইতে ওকালতির সনদপ্রাপ্ত কোন আইনজীবী;
(খ) কোন চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট অথবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট;
(গ) আপীলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপীলকারীর বক্তব্য উপস্থাপনে সক্ষম এমন যে কোন ব্যক্তি।

৪। **আপীলের সময়-সীমা**।- কমিশনের কোন সদস্য বা কর্মকর্তার কোন আদেশ দ্বরা কোন ব্যক্তি সংক্ষুদ্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্ত সময়ের পরে দায়েরকৃত কোন আপীল গ্রহণযোগ্য হইবে না; তবে আপীলকারী যদি এই মর্মে কমিশনকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আপীল নাকরার যুক্তিসংগত কারণ ছিল তাহা হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পরও আপীলটি বিবেচনার জন্য কমিশন গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। **আপীলের শুনানী**।- (১) প্রবিধান ৩ অনুসারে দায়েরকৃত আপীলের কাগজপত্র প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উক্ত প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লেখিত কর্মকর্তা তাহার মন্তব্যসহ আপীলটি কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(২) আপীলটি প্রবিধান ৪-এ নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে দায়েরকৃত হইয়া থাকিলে কমিশন, আপীল দায়েরকৃত হওয়ার পরবর্তী অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে, একটি শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করিয়া তৎসম্পর্কে আপীলকারী বা তাহার প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষ, যদি থাকে, এর নিকট একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(৩) আপীলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাযেরকৃত না হওয়ার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে আপীলকারী কর্তৃক প্রদর্শিত কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে, কমিশন আপীল দায়েরের ৩০ দিনের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে আপীলকারীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে জানাইয়া দিবে; অন্যথায় উপ-প্রবিধান(২) অনুসারে একটি নোটিশ জারী করিবে।

(৪) প্রতিপক্ষ তাহার বক্তব্য নোটিশে নির্ধারিত সময় বা কমিশন কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করিবে এবং বক্তব্যর সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিবে।

(৫) কমিশন সাধারণতঃ শুনানী মূলতবি করিবে না তবে অপরিহার্য পরিস্থিতিতে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক অনধিক ১৫ দিনের জন্য উহা মুলতবি করিতে পারিবে এবং এই মুলতবি-শুনানীর তারিখ উপস্থিত আপীলকারী ও প্রতিপক্ষ বা তাহাদের প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে বা প্রয়োজনবোধে লিখিতভাবে জানাইয়া দিতে পারিবে।

(৬) প্রতিটি শুনানীর তারিখে আপীলকারী ও প্রতিপক্ষ, স্বয়ং বা ক্ষেত্রমত তাহাদের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন।

(৭) শুনানীর তারিখে আপীলের পক্ষগণ বা তাহাদের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে কমিশন তাহাদিগকে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ দিবে এবং যে কোন পক্ষের বা উভয় পক্ষের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে আপীলটি বিবেচনাক্রমে উহা নামঞ্জুর অথবা প্রয়োজনীয় অন্য কোন আদেশ দিতে পারিবে।

(৮) আপীল বিবেচনার সুবির্ধাথে কমিশন আপীলকারীকে বা প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য বা কাগজপত্র দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৯) আপীল শুনানী সম্পন্ন হওয়ার অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে কমিশন উহার সিদ্ধান্ত লিখিত কারণসহ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি আপীলকারী ও প্রতিপক্ষকে, বা তাহাদের প্রতিনিধির নিকটে ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করিবে।

৬। **আপীলের নথি ও রেজিস্টার**।- (১) প্রতিটি আপীলের জন্য একটি ভিন্ন নথি খুলিতে হইবে এবং উহা নিস্পত্তি হওয়ার পর অন্ততঃ ৫ বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) সকল আপীলের মৌখিক তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ফরম

[সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ এর প্রবিধান ৩ দ্রষ্টব্য]

আপীলের ফরম

বরাবর	ঃ	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা	ঃ	--- --- --- --- ---
প্রতিপক্ষ (যদি থাকে) এর নাম ও ঠিকানা	ঃ	--- --- --- --- ---

(বিঃদ্রঃ- কমিশনের কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখানো চলিবে না)
মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নবর্ণিত ঘটনাবলী ও কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের আদেশ নং --- ------------------------ তারিখ--------------- এর বিরুদ্ধে অত্র আপীল দায়ের করিলাম। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র এতদসংগে দাখিল করিলামঃ-

(ক) উক্ত আদেশের ২টি সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ৫০০ টাকা ফিস প্রদানের পে অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট;

(গ) অন্যান্য কাগজপত্র (ফরমের নিম্নদেশে বর্ণিত সংযুক্তি তালিকা দ্রষ্টব্য)।

১। ঘটনাবলী ঃ (এখানে সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী উল্লেখ করুন, বাহুল্য বক্তব্য বর্জন করুন, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)।

২। কারণ ঃ (এখানে আপীল দায়েরের কারণসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন, বাহুল্য বক্তব্য বর্জন করুন, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজে কারণ উল্লেখ করুন)।

৩। প্রার্থনা ঃ উপরি-উক্ত বিষয়াদির আলোকে নিম্নলিখিত প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিতেছিঃ-

(ক)

(খ)

(গ)

৪। প্রতিনিধি (যদি থাকে) এর নাম ও ঠিকানা/টেলিফোনঃ (লিখিত ক্ষমতাপত্র দাখিলকরিতে হইবে) ---

----

হলফ নামা

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি ও দাখিলকৃত কাগজপত্র আমার জানামতে সত্য ও সঠিক।

তারিখঃ ---------------------- ....

(আপীলকারীর দস্তখত)

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

টেলিফোন ঃ

তারিখঃ----------------------- ....

(প্রতিনিধির দস্তখত)

নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

টেলিফোন ঃ

সংযুক্ত কাগজপত্রের তালিকাঃ

তারিখ----------------------- ....

(আপীলকারী/প্রতিনিধির দস্তখত)

সুলতান-উজ জামান খান

চেয়ারম্যান

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।

ঢাকা।